নদিয়ায় বাংলা সাহিত্যচর্চার ইতিবৃত্ত

সুদীপ্ত সাধুখাঁ

নির্যাস

সংস্কৃত সাহিত্য থেকে লোক ভাষা হিসাবে বাংলা সাহিত্যের যে উত্থান ও প্রবাহ তার মূলে ছিল নদিয়ার বিশেষ অবদান। বাংলায় সেন রাজাদের আমল থেকে কবি কৃত্তিবাস, ফকির লালন শাহ, কবি দ্বিজেন্দ্রলাল হয়ে স্বাধীনত্তোর কাল পর্যন্ত নদিয়া বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিবর্তনের ধারা অক্ষুন্ন রেখেছে। সেই ধারাকে উল্লেখ করে নদিয়ার সাহিত্যের ইতিহাসকে চিত্রিত করার প্রয়াস রেখেছি।

মূলশব্দ - ভক্তিবাদ, সাহিত্য সাধনা, রাজকবি, ইতিহাস চর্চা

হিন্দুধর্মের অদ্বৈতব্যদ, গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের অহিংসা ও প্রেম, শাক্ত ধর্মের তন্ত্র সাধনা, ইসলাম ধর্মের সুফি উপাষনা, বাউল-ফকিরদের মহামিলন ক্ষেত্র নদিয়া। একদিকে 'বাংলার অক্সফোর্ড ' নবদ্বীপ তার সংস্কৃত সাহিত্য চর্চার মাধ্যমে নদীয়াকে করেছে সম্মানিত অপরদিকে শ্রীচৈতন্য, লালনফকির, কৃত্তিবাস থেকে অধুনা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, মীর মোশারফ হোসেন, কাঙাল হরিনাথ মজুমদার, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, দীনবন্ধু মিত্র, বিমল কর প্রমুখ বাংলা সাহিত্যের বহু প্রতিভা এই নদিয়ার মাটিকে করেছে ধন্য। অবশ্য জন্মসূত্রে নদিয়ার না হলেও কর্মসূত্রে নদিয়াতে এসে সাহিত্যচর্চা করেছেন এমন মানুষের সংখ্যাও কম নয়।[১]

নদিয়ার কথা প্রসঙ্গে প্রথমেই মনে পড়ে নবদ্বীপের কথা। নবদ্বীপ থেকেই নদিয়া নামের উৎপত্তি। অবশ্য প্রাচীন কাল থেকে নবদ্বীপ ছিল ' দেবভাষা ' সংস্কৃত চর্চার কেন্দ্র। সেন আমলে তার খ্যাতি বহুগুন বৃদ্ধি পায়। সেই ধারা বজায় ছিল ব্রিটিশ শাসনের প্রথম শতকের শেষ পর্যন্ত। মহামহোপাধ্যায় ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন, মহামহোপাধ্যায় রাজকৃষ্ণতর্কপঞ্চানন, মহামহোপাধ্যায় আশুতোষ তর্কভূষণ, অজিতনাথ ন্যায়রত্ন প্রমুখ উনবিংশ শতকে তাদের সংস্কৃত চর্চাকে প্রসারিত করেছিলেন।

অবশ্য বাংলা সাহিত্যের মধ্য দিয়ে বর্তমানের নদিয়াকে নদিয়ার মানসলোককে অনেক বেশি করে তুলে ধরা হয়েছে। নদিয়ার বঙ্গভাষা চর্চায় আদিপুরুষ কৃত্তিবাস ওঝা। নদিয়ার শান্তিপুরের নিকটে ফুলিয়া গ্রামের এই স্মরনীয় ব্যক্তিটি বাংলায় রামায়নের পাঁচালি রচনা করে স্মরনীয় হয়ে আছেন। তার সময়কাল নিয়ে বিতর্ক থাকলেও তার সময়ে বাংলা ভাষায় শাস্ত্র চর্চা করা যথেষ্ট ঝুঁকি বহুল ও নিন্দনীয় ছিল। কৃত্তিবাসের আত্মপরিচয়ের বিবরণ থেকে জানাযায় নদিয়ার প্রানকেন্দ্র নবদ্বীপে তিনি শাস্ত্র অধ্যায়ন করেননি ; করেছেন বরেন্দ্রভূমিতে। এ থেকে মনে হয় সে সময় নবদ্বীপ ' লোকভাষা ' বাংলা ভাষা

চর্চার কেন্দ্র হিসাবে গড়ে ওঠেনি। একারনেই কৃত্তিবাসের পক্ষে তৎকালীন শিক্ষিত জন সমর্থন খুব বেশি ছিল বলে মনে হয় না। এই সময়ের একটি বাংলা ছড়া থেকে তা প্রমানিত হয় :

কাশীদাস কৃত্তিবেসে
আর যত বামুনঘেঁসে
এ তিন সর্বনেশে।[২]

যাই হোক এই সর্বনেশে কুলীন ব্রাহ্মন কিন্তু বাংলা ভাষায় সাহিত্যচর্চা করা মতো একটি কঠিন কাজের শুভ সূচনা করে দিয়ে ছিলেন - যিনি এই নদিয়ার মানুষ।

বঙ্গভাষা চর্চার জোয়ার আসে অদ্বৈত ও চৈতন্যের হাত ধরে। চৈতন্যদেব একদিকে রক্ষনশীল, অনুদার ব্রাহ্মন শ্রেনীর পঙ্গু সমাজ মানসিকতাকে আঘাত করে ভক্তির জোয়ার আনলেন অন্যদিকে বাংলার লোক সমাজকে সেই জোয়ারের সাথে যুক্ত করার তাগিদে বেছে নিলেন লোক মুখের ভাষা- বাংলা ভাষা। বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম জীবনীগ্রন্থ চৈতন্য ভগবত যাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত সেই চৈতন্য বা সাধের নিমাই কিন্তু নদিয়ার জল হাওয়ায় বেড়ে উঠেছেন। অবশ্য বাংলা ভাষা চর্চার জন্য তাকেও কৃত্তিবাসের মতো নিগ্রহের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। [৩]

নদিয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দুজন বিখ্যাত সভাকবি কার্তিকেয় চন্দ্ররায় ও ভরতচন্দ্র রায় রচনা করেছিলেন যথাক্রমে ' ক্ষিতিবংশাবলিচরিত ' এবং ' অন্নদামঙ্গল '। ভরতচন্দ্র অবশ্য জন্মসূত্রে নদিয়াবাসী নন। তবে তার কবি প্রতিভার স্মরনীয় সময় অতিবাহিত হয়েছে নদিয়ার রাজপরিবারের ছত্রছায়ায়। কবি তাঁর দুই অমর সৃষ্টি ' বিদ্যাসুন্দর কাব্য ' ও ' অন্নদামঙ্গল ' কাব্যে তৎকালীন নদিয়ার সমাজচিত্র তুলে ধরেছেন নিখুতভাবে। [৪]

এই সময়ে আর একজন মানুষ নদিয়ার গৌরবকে তুলে ধরেছিল কিছুটা ভিন্ন পথে - শাক্ত গানের মাধ্যমে। রামপ্রসাদ সেন। তার বিখ্যাত রামপ্রসাদী গানের আবেগময়তা, ভক্তি বাংলার মানুষের সরলতা ও প্রেমের প্রতিক ।

ব্রিটিশ শাসনকালে বাংলার সাহিত্য সাধনা নদিয়ার সীমা ছাড়িয়ে হয়ে উঠল কলকাতাভিমুখি। তবে এই সময় বেশকিছু মননশীল কবি - সাহিত্যিক - নাট্যকার সাহিত্যচর্চা করে গেছেন নদিয়ার বুকে । এদের মধ্যে প্রাতঃস্মরনীয় হলেন দীনবন্ধু মিত্র । বনগাঁর কাছে চৌবেড়িয়াতে তার জন্ম । ব্রিটিশ শাসনকালে কৃষক আন্দোলন গুলির অন্যতম নীল আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল নদিয়ার চৌগাছাতে - যার নায়ক বিষ্ণুচরন বিশ্বাস ও দীগম্বর বিশ্বাস । তাদের নীল আন্দোলনের নাট্যরুপ দিতে গিয়ে নাট্যকার দীনবন্ধু তার 'নীলদর্পন ' নাটকে নদিয়ার গ্রামীন সমাজের চিত্র তুলেধরেছেন । [৫]

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সহযোগী - সহপাঠী মদনমোহন তর্কালঙ্কার জন্মেছিলেন নদিয়ার কৃষ্ণনগরের কাছে বিল্লগ্রামে । তার লেকা পদ্য

‘‘পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল,
কাননে কুসুমকলি সকলি ফুটিল,"

একদা এই পদ্য সমাজে বিশেষ জনপ্রিয় ছিল । বর্তমানে মদনমোহন তর্কালঙ্কারের নামে নদিয়ার আসাননগরে একটি মহাবিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে ।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরেরসময়ের আর একজন বিখ্যাত সমাজ সংস্কারক ছিলেন রামতনু লাহিড়ী । তিনি ছিলেন নদিয়া রাজ কৃষ্ণচন্দ্রের দেওয়ান রাধাকান্ত রায়ের দৌহিত্র । তিনি নিজে তার বাসভূমি কৃষ্ণনগরে বসে সাহিত্য চর্চা ও সঙ্গীতচর্চা করতেন। তার রচনায় তৎকালীন সমাজের কুটিল - জটিল দিকগুলির সমালোচনা থাকত বেশি করে । তাঁর লেখা কার্তিকেয় চন্দ্র রায়ের জীবনী তৎকালীন নদিয়ার সমাজকে বুঝে নেওয়ার পক্ষে এক অপরিহার্য গ্রন্থ । [৬]

‘হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকার সম্পাদক হরিশ মুখোপাধ্যায় ছিলেন ব্রিটিশ বিরোধীতায় সোচ্চার । নীলকর সাহেবদের অত্যাচার, দীনবন্ধু মিত্রের গ্রেপ্তার প্রভৃতি নির্যাতনমূলক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে তিনি তার লেখনি ধরতে দীর্ঘদিন কৃষ্ণনগরের বাসিন্দা ছিলেন । ডাকঘরের কর্মী - ইন্সপেক্টর হিসাবে নদিয়ার বিভিন্ন স্থানে ঘুরে তিনি বাস্তব অভীজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন।

এ সময় পত্রিকা প্রকাশনা জগতে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন হরিনাথ মজুমদার (কাঙাল হরিনাথ) । তাঁর প্রকাশিত পত্রিকা ‘গ্রামবার্তা প্রকাশিকা ' তে হাতেখড়ি হয়েছে মীর মোশারফ হোসেন, জলধর সেন, অক্ষয় কুমার মৈত্র প্রমুখের।

জমিদারের শোষনের ফলে সৃষ্ট কৃষকের দূরবস্থা এরা সকলেই তাদের লেখায় তুলেধরেছেন ।

বর্তমানে বহুচর্চিত ফকির লালন শাহ ছিলেন এই জেলার মানুষ । তার হাতে একতার কণ্ঠ মানবপ্রেমের ডাক আজও মনুষকে আকৃষ্ঠ করে । তার জন্মস্থান দেশভাগের পর বাংলাদেশের অর্ন্তগত হলেও তার পদচারণ ধণ্য কদমখালি গ্রাম আজও লালন সংস্কৃতি চর্চার কেন্দ্র হিসাবে আর্ন্তজাতিক খ্যাতি সম্পন্ন । [৭]

তবে নদিয়ার সাহিত্য সাধকদের মাঝে সর্বাধিক খ্যাতি অর্জন করেছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায় । রাজদেওয়ান কার্তিকেয় চন্দ্র রায় এর পুত্র দ্বিজেন্দ্র লালের জন্ম কৃষ্ণনগরে । অবশ্য তার শেষ জীবন কেটেছে কলকাতায় । সংগীত ও নাট্যরচনার জগতে ছিল তাঁর অবাধ বিচরণ । স্বদেশী আমলে তার বিখ্যাত গান গুলি দেশবাসীকে নৈতিক বলে বলিয়ান করেছিল, যে গানগুলি স্বতন্ত্রভাবে দ্বিজেন্দ্রসংগীত নামে পরিচিত ছিল । [৮]

বিদ্রোহীকবি কাজী নজরুল ইসলাম ১৯২৬ সালে কৃষ্ণনগরে এসেছিলেন এবং তিনবছর বসবাস করেছেন । তাঁর বিখ্যাত রচনা ‘ কান্ডারী হুঁশিয়ার ' এবং ‘ মৃত্যুক্ষুধা ' উপন্যাস রচনা কৃষ্ণনগরের বুকে বসেই । [৯]

অবশ্য নদিয়ার সাহিত্যচর্চা শুধু কৃষ্ণনগর কেন্দ্রীক ছিলনা । নদিয়ার প্রায় সর্বত্র সাহিত্যসেবীদের যাতায়াত ছিল। রবীন্দ্রনাথের সময় কালে রবীন্দ্র প্রভাবমুক্ত বস্তুবাদী কবিতা রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন শান্তিপুরের যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত । তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘ মরীচিকা '। রবীন্দ্রনাথ তার ভূমিকায় লিখেছেন :

‘‘ মরীচিকা চাহি জীবন জুড়াব
আপনারে দিব ফাঁকি
সে আলোটুকু হারিয়েছি আজ
আমার খাঁচার পাখি "।

যতীন্দ্রনাথ তার কাব্যগুলিতে মানুষের সমাজ সংসার ও জগৎ সম্পর্কে নানা প্রশ্ন তুলেছেন ।

নদিয়ার চুয়াডাঙার দুজন কবি সাহিত্যিক ছিলেন সাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ও সুভাষ মুখোপাধ্যায় । বর্তমানে তার জন্মস্থানটি বাংলাদেশের সীমানার অন্তর্গত ।

কলকাতার ‘সাহিত্য' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন সুরেশচন্দ্র সমাজপতি । তিনি ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দৌহিত্র । নিবাস রানাঘাটের নিকট আঁইশতলা গ্রামে । তিনি দ্বিজেন্দ্রলালের ঘনিষ্ঠ ছিলেন ।

‘সবুজপত্র' পত্রিকার সম্পাদক প্রমথনাথ চৌধুরী (যিনি বীরবল নামে পরিচিত ছিলেন) - র বাল্যজীবন কেটেছিল নদিয়াতে । প্রমথ চৌধুরী তাঁর মুখে ভাষা দিয়েছে। [১০]

কবি প্রিয়ংবদাদেবী ও কবি কামিনী রায় নদিয়াকে দেখেছেন কাছ থেকে ।

প্রমথ চৌধুরীর ‘ সবুজপত্র ' এর হাত ধরে তার একজন সাহিত্যিকের উত্থান - রাজশেখর বসু । তার বাড়ি ছিল নদিয়ার বীরনগর (উলা) গ্রামে । বর্তমানে বীরনগর সমৃদ্ধ জনপদ । পল্লীকবিদের অন্যতম যতীন্দ্রমোহন বাগচির জন্ম এই নদিয়াতে । সমরেশপুরে । তার বিখ্যাত কবিতা ‘ কাজলা দিদি '।

একই সময়ে পদাতিক কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় , হেমচন্দ্র বাগচী , নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় , সাহিত্যিক দামোদর মুখোপাধ্যায় ছিলেন জন্মসূত্রে ও কর্মসূত্রে নদিয়ার মানুষ । [১১]

রানাঘাটের বাসিন্দা ছিলেন কুমুদনাথ মল্লিক । নদিয়ার ইতিহাস চর্চায় তার নাম সর্বাগ্রে গ্রহন যোগ্য । তাঁর লেখা ‘নদিয়া কাহিনী ' আজও নদিয়ার ইতিহাসের এক

প্রামান্যগ্রন্থ । একসময় কবি অন্নদাশঙ্কর রায় কৃষ্ণনগরে এসেছিলেন ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে । কৃষ্ণনগরে তার অভিজ্ঞতা তিনি ব্যাক্ত করেছেন ছড়ায় :

" মশায় দেশান্তরী করল আমায়
কেষনগরের মশায় । "

স্বাধীনোত্তর কালে নদিয়ার মাজদিয়ার নিকটে ফতেপুর গ্রামে আবির্ভাব হয়েছিল আর এক সাহিত্যিক বিমল মিত্রের । তার ' সাহেব বিবি গোলাম ' উপন্যাসের সূচনা এই ও প্রেক্ষাপট ফতেপুর গ্রাম । বিশিষ্ট এই সাহিত্যিক যেমন তার জন্মভূমি কে বারবার তুলেধরেছেন তার লেখায় তেমনি আজীবন যোগাযোগ রেখেছিলেন ফতেপুর গ্রামের সাথে । [১২]

বিপ্লবী জীবন নিয়ে রচিত ' জাগরী 'উপন্যাস সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেছিল । উপন্যাসের লেখক ছিলেন সতীনাথ ভাদুড়ি । তিনিও নদিয়াবাসী । [১৩]

সংস্কৃত সাহিত্য থেকে লোকভাষা হিসাবে বাংলা সাহিত্যের যে উত্থান ও প্রবাহ তার মূলে ছিল নদিয়ার বিশেষ অবদান । বাংলার বাঙালী রাজা (সেন রাজাগন) থেকে শুরু করে স্বাধীনোত্তর কালপর্যন্ত নদিয়া বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিবর্তনের ধারা অক্ষুন্ন রেখেছে ।

তথ্যসূত্র

১. নদিয়া কাহিনী - মোহিত রায় ।

২. বৃহৎবঙ্গ (২য় খন্ড) - দীনেশচন্দ্র সেন ।

৩. নবদ্বীপ মহিমা - কন্তিচন্দ্র রাঢ়ী ।

৪. মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ - অলোক কুমার চক্রবর্তী ।

৫. নীলদর্পন - দীনবন্ধু মিত্র ।

৬. রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ - শিবনাথ শাস্ত্রী ।

৭. ব্রাত্য লোকায়ত লালন - সুধীর চক্রবর্তী ।

৮. দ্বিজেন্দ্রলাল স্মরণ ও বিস্মরণ - সুধীর চক্রবর্তী ।

৯. কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা মুজফফর আহমেদ ।

১০. নদিয়া উনিশ শতক - মোহিত রায় ।

১১. ঐ

১২. সাহেব বিবি গোলাম - বিমল মিত্র ।

১৩. নদিয়া উনিশ শতক - মোহিত রায় ।